রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ৩১, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/৩১ মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৫.১১৫ — উপমহাদেশের নারীদের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম'-এর সম্পাদক নূরজাহান বেগম গত ২৩ মে ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

২। নূরজাহান বেগমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/ ৩০ মে ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ / ৩০ মে ২০১৬

উপমহাদেশের নারীদের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম'-এর সম্পাদক নূরজাহান বেগম গত ২৩ মে ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

নূরজাহান বেগম কোলকাতার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কোলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি সুফিয়া কামালসহ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে তিনি শৈশব থেকে বেড়ে ওঠেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর পরই মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি বেগম পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কচিকাঁচার মেলার প্রতিষ্ঠাতা রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই)-এর সঙ্গে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

'বেগম' পত্রিকার মাধ্যমে নূরজাহান বেগম গ্রাম-গঞ্জ ও শহরে নারীসমাজকে সাহিত্যকর্ম, সমাজ-উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর সম্পাদিত এই পত্রিকাটি উপমহাদেশের প্রথম ও প্রাচীনতম জনপ্রিয় পত্রিকা যা অদ্যাবধি প্রকাশিত হচ্ছে। বাঙালি নারীদের মধ্যে যাঁরা আজ সৃষ্টিশীল কাজের জন্য সমাজে বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের অনেকেই কোন না কোন ভাবে নূরজাহান বেগমের সহায়তা বা সহযোগিতা পেয়েছেন। যে-সময়ে নারীদের ছবি-প্রকাশ রক্ষণশীল সমাজ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতো, সে-সময়ে তিনি সচিত্র পত্রিকা প্রকাশ করে তাঁর প্রগতিবাদী ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

এ দেশের নারী উন্নয়নে তাঁর অবদান অসামান্য। নারী-অধিকার এবং নারীদের প্রতি সকল ধরনের কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে তিনি নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক নূরজাহান বেগম বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, লেখিকা সংঘসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য পদক ও সম্মাননা পেয়েছেন। সাংবাদিকতায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে নূরজাহান বেগম-কে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

নূরজাহান বেগমের ইন্তেকালে দেশ নারী সাংবাদিকতার একজন পথিকৃৎকে হারাল। নারী সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা নূরজাহান বেগমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd